রাখার দায়ে যাতে কোন প্লান ছিল না, ষড়যন্ত্র ও সক্ষমতার অস্তিত্ত ছিল না।

ম্যাকগির কেইসে যে এপ্রোচ নেয়া হয়েছিল তা ইউকেতে 'সন্ত্রাসবাদের' সাথে সম্পর্কযুক্ত কেইসগুলোর মধ্যে পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত। এবং সম্ভাব্যতর উপর গড়ে উঠা সকল টেররিজম আইনকে ভেংগে দেয়া উচিত, বুদ্ধিদীপ্ত আপ্রোচের মাধ্যমে।

(মোয়াযযাম বেগ হলেন গোয়ান্তানামো বে'র একজন সাবেক বন্দি এবং ইউকে বেইসড ক্যাম্পেইনিং অর্গানাইজেশন 'কেইজ' এর ডিরেক্টর।) মূল আর্টিকেল ৫ ডিসেম্বর ২০১৪ http://www.middleeasteye.net/columns/when-threat-not-threat-uks-double-standards-terror-legislation-1012260810 প্রকাশিত হয়।

কখন একটি হুমকি হুমকি নয়? বৃটেনের সন্ত্রাসবাদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড

মোয়াযযাম বেগ

অনুবাদ
হোসাইন আহমদ

বৃটেনের সন্ত্রাসবাদের জন্য তৈরি আইন সমতার সাথে বাস্তবায়ন হচ্ছে না এবং সাভাবিক বুদ্ধির বিচারে বলে তা ভেংগে দেয়া উচিত।

ম্যনচেস্টারের অধিবাসী বৃটিশ সৈনিক রায়ান ম্যকগি, যে আবার ডানপন্থী ইংলিশ ডিফেন্স লীগ (EDL) এর সাপোর্টারও. গত ২৮ নভেম্বর তাকে দুই বছরের জেল দেয়া হয়. এটা প্রমান হওয়ার পর যে সে ১৮৭ পিস শার্পনেল দিয়ে নেইল বম্ব তৈরি করেছে যাতে সর্বাধিক ধবংস ঘটাতে পারে. এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যন্স এক্ট (১৮৮৩) আওতায় তার বিচার হয় এবং সে দুষি প্রমানিত হয়. এছাড়াও প্রমাণিত হয় যে তার কাছে ছুরি, কুড়াল ও ইমিটেশন গান থকত. সে সেইসব ভিডিও দেখেছে যাতে নাজির সুয়াস্তিকা ফ্লাগের নিচে ভিকটিমদেরকে গলা কেটে ও মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়. এছাড়াও তার কাছে তার ঘরে EDL এর একটি 'নো সারেন্ডার' ফ্লাগ পাওয়া গেছে. টেররিষ্ট পরিচিত হওয়ার পথের প্রত্যেকটি ঘরে টিক চিহ্ন দিয়েছে ম্যকগি শুধু আসল কার্যকর ব্যাপারটা ছাড়া; সে মুসলিম ছিল না! আর আদপেই বিচারক সম্মত হয়েছিলেন যে ম্যকগি আসলে টেররিষ্ট নয়, শুধুমাত্র এক অপরিপক্ষ যুবক।

ডাউনিং ষ্ট্রীট রকেট হামলার শিকার হয়েছিল (যদিও স্বীকৃত সন্ত্রাসীদের সাথে সর্বশেষ শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল)। সম্ভবত তারা যে জিনিস জানে আমরা জানি না যেমন সাদ্দামের সর্বধবংসী অস্ত্রের দ্বারা বিশ্বের জন্য সৃষ্ঠ হুমকি। সম্ভবত তারা আশা করছে বৃটেনই যে সর্বপ্রথম হুমকি সৃষ্ঠি করছে এটা আমরা ভুলে গেছি।
যখন গ্রে'র কেইসের ব্যাপারে পুলিশ স্ট্যটমেন্ট দিল "ম্যানচেস্টারের কোন কম্যুনিটির জন্যই হুমকি ছিল না", আমাদের নোট নেয়া উচিত ছিল। যখন ঘৃণার ভাবাদর্শে চালিত বোমা তৈরিকারকে আমাদের জাজ পক্ষপাতমূলক চিকিৎসা দিলেন কারন তারা এসব ষ্ট্রীয়টাইপের মধ্যে পড়ে না, আমাদের জিজ্ঞেস করা উচিত কেন।

রায়ান ম্যকগি যদি মুসলিম হত তাকে হয়ত ৩0 বছরের জন্য নির্বাসনে দেয়া হত। ইউকে বেইসড একটি ওকালতি সংস্থা হল 'কেইজ' যারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কম্যুনিটির অধিকার ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে। গত ১৩ বছরে কেইজ অগণিত কেইস নথিভুক্ত করেছে যাতে দেখা গেছে মুসলিমরা সন্ত্রাসের দায়ে দুষি সাব্যস্ত হয়েছেন স্বল্প প্রমানের উপর, যেমন এমন ডকুমেন্ট

করেছিল। সামনের সপ্তাহগুলোতে এধরনের ব্যক্তিদের জন্য আরো দন্ডাদেশ ও সাজা আসছে। আজকে বার্মিংহামের আরো দুজনকে সাজা দেওয়া হবে, যদিও তারা সিরিয়া থেকে রেবেল যোদ্ধাদের সাথে মতবিরোধ হওয়ায় ফিরে এসেছে, তারা আমাকে বেলমার্শে বলেছে। ম্যকগির মত তারাও টিনএজ ছিল যখন তাদের গ্রেফতার করা হয়। গত দশ বছর ধরে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যত ধরনের স্ট্রাটেজি নেয়া হয়েছে, তা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুত্রপাতের পর থেকে গত ১৩ বছরে বেশুমার আইন পাশ করা হয়েছে। এর ব্যখ্যায় বর্তমানের ও পূর্বের সরকার একই বিষয়ের উপর জোর দিয়েছে যে হুমকির মাত্রা যেকোন সময়েরর চেয়ে মারাত্তক ছিল বা আছে। আমার জানা নেই আইএস থ্রেট কতটুকু বাস্তব তবে আমার এটা বুঝতে বাকি নেই যে কেউ মিথ্যা বলছে।

সম্ভবত তারা ভুলে গেছে ডেরি, ব্রাইটন, গিল্ডফোর্ড, বার্মিংহাম, লন্ডন, এনিসকিলেন ও ওমাগে IRA এর হামলা (এবং বৃটিশ আর্মির নৃশংসতা ও অপমানজনক পরিণাম), যে সংঘাতে নিহত হয়েছিল ৩000 মানুষ। সম্ভবত তারা সে ঘটনা স্মরণ করে না যখন স্বয়ং M16 বিল্ডিং ও ১০ নাম্বার

২007 সালের কথা। বৃটিশ ন্যাশনাল পার্টির (BNP) ক্যান্ডিডেট রবার্ট কটেজ প্রধানমন্ত্রী টনী ব্লেয়ারকে গুলি করে হত্যার পরিকল্পনার অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং অভিযুক্ত হন যে তিনি বর্ণবাদী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বিদেশি ও ইমিগ্রান্টদের বিরুদ্ধে তার নেগেটিভ বিশ্বাস থাকার পরও তিনি কখনো সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত হননি। বিশাল পরিমান ক্যমিকেল এক্সপ্লোসিভ যা এধরনের ক্যমিকেলের এটাই সর্বপ্রথম মজুদ এদেশে; কটেজের কাছে পাওয়া যায় এবং সমান এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যন্স আইনের অধিনে সে নিজের দোষ স্বীকার করে ম্যানচেস্টারের একটি কোর্টে। উপরোক্ত দুটি গ্রেফতারেই পুলিশ ও বোমা ডিসপোজাল এক্সপার্টদের উপস্থিতি জরুরি ছিল। দুজনই বৃটিশ জনগণের জন্য হুমকি হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে তাদের চুড়ান্ত শারিরিক হিংস্রতার মাধ্যমে তাদের বর্ণবাদী আইডোলজি লাভের চেষ্টায় যা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে।

বৃটেনে সিরিয়ার সাথে সম্পর্কিত প্রায় প্রত্যেকটি সন্ত্রাসবাদী গ্রেফতারের পর পুলিশ স্ট্যটম্যন্টে জনগনকে এই নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে "এসবে বৃটিশ জনগনের জন্য কোন হুমকি ছিল না"। সমান বিষয় ঘটেছে যখন আমি ফেব্রুয়ারির

প্রথম দিকে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে গ্রেফতার হই। তারপরেও আপাতবিরোধীতার সাথে, পুলিশ, ক্রাউন প্রসিকিউশান সার্ভিস (CPS) এবং সরকার সিরিয়া ফেরত মুসলিমদেরকে এদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়। তাদেরকে চার্জ করা হচ্ছে এবং বৃটেনের সাথে সম্পর্কিত নয় এমনসব সন্ত্রাসবাদী অপরাধের সাথে তাদেরকে সংযুক্ত করে উপস্থাপনের চেষ্টা করে হচ্ছে। বিশেষভাবে এটা সত্য যখন এদের মধ্যে বৃটেনের জেলে বন্দি অধিকাংশই ইসলামিক ষ্টেইট (IS) এর সাথে যুক্ত ছিল না এমনকি তারা পাশ্চাত্যের সাথে ইসলামিক ষ্টেইটের দন্ধের পূর্বেই দেশে ফিরে এসেছে। Derry এর এক ব্যাক্তি, যিনি ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে তিনি সিরিয়ার সবচেয়ে বড় ইসলাম কোয়ালিশনের সাথে থেকে আইএসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু এরপরেও ফেরার পর তাকে সন্ত্রাসের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।

আমরা সকলেই দেখতে পাচ্ছি এটা পরিস্কার দিমুখী নীতি।

এই প্যারালাল লিগ্যাল সিস্টেমের আরেকটি ডাহা প্রমাণ হল, ম্যানচেস্টারের আরেকটি কেইস। ম্যকগি যেদিন দোষি প্রমানিত হয় সেদিনই ইরাক ফেরত সাবেক রয়্যাল ফোর্স (RAF) সদস্য ও মুসলিম কনভার্ট স্টিফেন গ্রে'কে গ্রেফতারীর পরিনতি বরণ করতে হয়। পূর্বে, গ্রে প্রকাশ করেছিলেন ইরাক থাকাবস্থায় কিভাবে তিনি দেখেছেন বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্যদের হাতে ইরাকি বন্দিরা নির্যাতিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে ২০04 সালে তিনি সরকারি দায়িত্ত ছেড়ে দেন। কিছুদিন পূর্বে ম্যানচেস্টার এয়ারপোর্টে তাকে আটক করা হয় ও তার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়। তিনি কিছু ভিডিও তৈরি করেছিলেন যাতে দেখানো হয়েছিল কিভাবে মুসলিমরা ইন্ট্যারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ও প্রবেশপথগুলোতে হ্যারাসম্যান্টের শিকার হচ্ছেন এবং তিনি এর উপর আরো কাজ করতে চাচ্ছিলেন।

গত সপ্তাহে দুইজন ভাইকে সন্ত্রাসের অভযোগে জেল দেয়া হয়েছে, এমন সন্ত্রাস যে, বরাবরের মত পুলিশ রিপোর্টে "জনগণের নিরাপত্তার জন্য হুমকি নয়" বলা হয়েছে। নাটকীয়ভাবে আমার কেইস ড্রপ হওয়ার পূর্বে দুজনের সাথেই আমি বেলমার্শ জেলে ছিলাম। তিন সপ্তাহ তারা সিরিয়ায় ছিল এবং ইসলামিক ষ্টেইট এর (আইএসের) সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাদের অপরাধ তারা সংগে নিয়ে এসেছিল পাচটা বুলেট ও কিছু স্থানের ছবি যেখানে তারা ভ্রমণ